শিল্পাঞ্চলে শিল্পের মড়ক, বিশ্বকর্মায় নেই উচ্ছ্বাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ একদা দেশের মধ্যে গর্বের আসানসোল - দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলকে ঘিরে শুধু এরাজ্যের আমজনতা নয় গোটা দেশের মানুষ স্বপ্ন দেখতেন। ৬০-এর দশক থেকে ৯০-এর দশক পর্যন্ত আসানসোল-দুর্গাপুরে বিশ্বকর্মা পুজোর উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়বার মতো। আজ সেই শিল্পাঞ্চলে শিল্পের মড়ক। এই দুই মহকুমায় সরকারি ভারিশিল্প এবং ছোট কারখানা মিলে প্রায় ১০৪টি কারখানা বন্ধ হয়েছে গত ১৫ বছরের মধ্যে। আর এই কারখানা বন্ধের জেরে প্রায় আড়াই লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়েছে। একদা দুর্গাপুরের বিশ্বকর্মানগরী বলে পরিচিত এমএএমসি টাউনশিপ আজ বিশ্বকর্মা পুজোর দিনেও শান্ত। এমএএমসি কারখানার গেটের বাইরে এই বিশ্বকর্মা পুজোর জাঁকজমক ছিল ঈর্ষা করবার মতো। কারখানার গেটে যাত্রা-গানের আসর, চলচ্চিত্র, বিরাট মেলা দেখতে পার্শ্ববর্তী বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া জেলা থেকেও অনেকেই আসতেন। আর আজ সেই কারখানা ২০১০ সাল থেকে খোলার আশ্বাস থাকলেও আজও তা বন্ধ। আর তাই শিল্পাঞ্চলে কারিগরের দেবতার পুজোয় যেন উচ্ছ্বাস নেই। দুর্গাপুরের রাষ্ট্রায়ত্ব এমএএমসি কারখানা দেশের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ একটি কারখানা। ধুঁকতে থাকা এই কারখানা ২০০২ সালের ৩রা জানুয়ারি পাকাপাকিভাবে বন্ধ করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই কারখানা যখন শুরু হয়েছিল তখন কারখানার স্থায়ী কর্মীসংখ্যা প্রায় সাড়ে সাত হাজার। আর অস্থায়ী কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৭০০ জন। সেই সময়কাল থেকে এই কারখানায় এবং এই কারখানার শ্রমিকদের আবাসন সেই এমএএমসি টাউনশিপ বা যার নাম ছিল বিশ্বকর্মানগরী সেখানে এই বিশ্বকর্মার আরাধনাকে ঘিরে মাতোয়ারা ছিলেন শ্রমিকরা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যারা। ওই বন্ধ কারখানার শ্রমিক নেতা অসীম চট্টোপাধ্যায় বলেন, আগে এই বিশ্বকর্মানগরীতে বিরাটভাবে ৩টি এবং কারখানার ভেতরে মহাআড়ম্বরের সাথে বিশ্বকর্মার আরাধনা হত। আর আজ যেন বিষাদের সুর। তবে আশা একটাই, এই বন্ধ কারখানা অধিগ্রহণকারী তিনটি রাষ্ট্রায়াত্ব সংস্থা বিইএমএল, কোল ইণ্ডিয়া এবং ডিভিসি আমাদের করা একটি মামলার জেরে তক্কো আদালতে কারখানা খোলার বিষয়ে হলফনামা জমা দেবে দুর্গাপুজোর ঠিক আগে বা পরেই। এটাই আনন্দের খবর যে, কারখানা খোলার জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষের আইনজীবীরা কেউ বিরোধিতা করেননি। এই এমএএমসি ছাড়াও দুর্গাপুরের রাষ্ট্রায়ত্ব হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন, বিওজিএল, আসানসোল হিন্দুস্থান কেবেলস্‌, বার্ণ স্ট্যাণ্ডার্ড-এর মতো বড়ো বড়ো কারখানার বন্ধের জেরে দুর্গাপুরে বহু শ্রমিক পরিবারে এখন শ্মশানের নিস্তব্ধতা। বর্ধমান জেলার সিটু নেতা তথা এমএএমসি-র শ্রমিকনেতা বিনয়েন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী বলেন, যেভাবে একের পর এক শিল্প বন্ধ হচ্ছে তাতে আসানসোল-দুর্গাপুর একদিন হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর মতো ইতিহাসের পাতায় চলে যাবে। রাষ্ট্রায়াত্ব এএসপি এবং ডিটিপিএস কারখানা বন্ধ হলে আগামী দিনে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় বন্ধের প্রক্রিয়া শুরু করবে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। শিল্পশ্মশানে পরিণত হবে আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল। আজ আর তাই সেই উৎসাহ, উদ্দীপনা নেই আসানসোল-দুর্গাপুরে শিল্পের দেবতার আরাধনাকে ঘিরে। খোলা কারখানাগুলোতেও সেই নমো নমো করেই পূজিত বিশ্বকর্মা। কারখানা বন্ধের সাথে সাথে কর্মীসংকোচনের কারণেও কমেছে বিশ্বকর্মার আরাধনার উৎসাহ। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় একসময় স্থায়ী কর্মীসংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার আর আজ সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়ে হয়েছে মাত্র ২০০ জন। আবার এই এএসপি বা আলোয় স্টিল প্লান্টকে বিলগ্নীকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রক, রাষ্ট্রায়ত্ব কোল ইণ্ডিয়ার অধীনস্থ ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড বা ইসিএলএ একসময় কর্মীসংখ্যা ছিল আড়াই লক্ষ আর এখন তা কমে গিয়ে হয়েছে মাত্র ৬৫ হাজার। সবমিলিয়ে তাই শিল্পমন্দার জেরেই আজ শিল্পের দেবতাও যেন শিল্পাঞ্চলে সেই আড়ম্বরের সাথে আর পুজা পাননা। শিল্পাঞ্চল আসানসোল-দুর্গাপুরকে নিয়ে রাজ্যের পরিবর্তনের সরকার পশ্চিম বর্ধমান জেলা গড়েছেন তাই আশায় শিল্পাঞ্চলবাসী আবার কি শিল্পের জোয়ারে ভাসবে বিশ্বকর্মানগরী?

প্রধানমন্ত্রীর ৬৮তম জন্মদিন পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা,দুর্গাপুর ঃ রবিবার দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৬৮ তম জনম্মদিবস উপলক্ষ্যে দুর্গাপুরে বিজেপির দুর্গাপুর জেলা গুরুজন সেলের পক্ষ থেকে ভিক্ষুকদের অন্নদান ও বস্ত্রদান করা হল। মাত্র কয়েকমাস আগে দুর্গাপুরে গৃহীনদের জন্য নিউটাউনশীপ থানা এলাকার ভ্যাম্বে কলোনীর কাছে ঘর তৈরি হয় কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থে এবং দুর্গাপুর পুরোসভার উদ্যোগে। এখানে প্রায় ২০ জনের মত ভিক্ষুক যাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না তারা আশ্রয় পায়। রবিবার দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৬৮ তম জন্মদিবস কে স্মরণীয় করে রাখতে বিজেপির গুরুজন সেলের এবং দুর্গাপুরেরর্‌ বজেপি নেতৃত্ব সেখানে গিয়ে তাদেরকে দিয়েই মোদীর জন্মদিনের কেক কাটান। এরপরে দরিদ্র ভিক্ষুকদের আসন্ন উৎসবের প্রাক্কালে নতুন বস্ত্র প্রদান করবার সাথে সাথে তাদেরকে দুপুরের খাবারের প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। বিজেপি নেতা অমিতাভ ব্যানার্জী বলেন, এঐই হতদরিদ্র মানুষদের নিয়ে আজ পালন করলাম দেশের গর্বের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিবস,.। এই হতদরিদ্রদের আগামী দুর্গাপুজোর ময় তাদের আমরা গুরুজন সেলের পক্ষ থেকে গাড়ি করে প্রতিমা দর্শনে নিয়ে যাব এবং পুজো ৪টে দিন তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আমরাই করব।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পাঞ্চল এর প্রবীণ বিজেপি নেতা সোমনাথ ব্যানার্জীসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। পুজোর আগে নতুন বস্ত্র এবং আজ পেট পুরে ভালো মন্দ খাবার পেয়ে খুব খুশি এই সবহারা ভিক্ষুকরা। তারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি নিয়ে তার জন্মদিন পালন করলেন উৎসাহ আর আনন্দের সাথে।

আসানসোলে বাইক ও ট্রাকের ধাক্কায় মৃত ২ যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে রাজ্য ব্যাপি প্রচার করছে রাজ্য সরকার। আসানসোলেও পুলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রচার অভিযান করা হচ্ছে। শনিবার আসানসোলে বাইক ও ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন দুই বাইক আরোহী। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাত ১০টা নাগাদ রাণীগঞ্জের দিক থেকে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন দিলদার নগরের বাসিন্দা রাজু ও বিশাল নামে যুবক। আসানসোলের জিটি রোডে রামবন্ধু তালাও এলাকায় একটি ট্রাকের সাথে বাইকের ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলে গুরুতর আহত হন রাজু ও বিশাল। গাড়িটি রাস্তার ধারে ছিটকে পড়ে। স্থানীয়রা সাথে সাথে এসে তাদের উদ্ধার কাজে হাত লাগায়। ঘটনার খবর পেয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের চিকিৎসার জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায়। হাসপাতালের চিকিৎসকরা দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিন স্থানীয় এক যুবক বলেন, জিটি রোডের উপরে ট্রাকের সাথে ধাক্কা লাগে। শুনেছি এরা রাণীগঞ্জ থেকে আসছিল। এদের বাড়ি আসানসালের দিলদার নগরে। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ ট্রাকটিকে আটক করেছে বলে জানা গেছে।

মৃত শিশুর বাড়িতে গেলেন মন্ত্রী মলয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ রবিবার সকালে আসানসোলের রেলপারে তলিয়ে যাওয়া শিশুর বাড়িতে গেলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে আসানসোলের হটন রোডে বাবা-মায়ের সাথে বেরিয়ে রিক্সা উল্টে ড্রেনের মধ্যে তলিয়ে যায় বছর তিনেকের এক শিশু। পরের দিন সকালে আসানসোলের ১৩ নম্বর মোড়ের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় শিশুটির নিথর দেহ। ঘটনায় গোটা রেলপার এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। সে সময় সমবেদনা জানাতে শিশুটির বাড়ি গিয়েছিলেন আসানসোলের মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি। রবিবার সকালে আসানসোলের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক রেলপারে শিশুটির বাড়ি গিয়ে পরিবারের সাথে দেখা করেন। এদিন সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন তিনি।

প্রয়াত বায়ুসেনা অফিসারকে শ্রদ্ধায় স্মরণ পানাগড় বায়ুসেনা ছাউনিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ সদ্যপ্রয়াত দেশের দাপুটে বায়ুসেনা অফিসারের সাথে নিবিড় যোগ ছিল কাঁকসার পানাগড় বায়ুসেনা ছাউনির। গত শনিবার দিল্লির সেনা হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ব্রিটিশ শাসিত এবং স্বাধীন দেশের বহু যুদ্ধের নায়ক অর্জন সিং। মৃত্যুকালে এই বিরবিক্রমশালী বায়ুসেনা কর্তার বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। দেশের 'মার্শাল' খেতাবপ্রাপ্ত এই বায়ুসেনা আধিকারিক তাঁর যৌবনেই ভারতীয় বায়ুসেনার প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। আর এই প্রয়াত প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধানের সাথে আজও কাঁকসা থানা এলাকার পানাগড়ে বায়ুসেনা ছাউনির একটা আত্মিক যোগ রয়েছে। এই প্রয়াত প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধানের ৯৭তম অর্থাৎ ঠিক এক বছর আগের জন্মদিবসে ২০১৬ সালের ১৫ এপ্রিল পানাগড় বায়ুসেনা ছাউনির নামকরণ করা হয় 'এয়ার ফোর্স স্টেশন অর্জন সিং'। পানাগড় সেনাছাউনি তৈরি হয় ব্রিটিশশাসিত সময়কালে, সময়টা ছিল ১৯৪৪ সাল আর এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই বায়ুসেনা আধিকারিকের বিরাট ভূমিকার কথা আজ উল্লেখিত। অর্জন সিং-এর প্রয়াণের খবর পেয়ে শোকার্ত পানাগড় বায়ুসেনা ছাউনির বর্তমান প্রজন্মের সেনা জওয়ানরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে পরে পরেই সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করা এই অকুতোভয় অর্জন সিং। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই বায়ুসেনার প্রাক্তন আধিকারিক ব্রিটিশদের পক্ষ নিয়ে জার্মান সৈন্যবাহিনীর সাথে সম্মুখ সংগ্রামে বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। তিনি দেশের একমাত্র বায়ুসেনা আধিকারিক যার নাম কোনো বায়ুসেনা ছাউনির নামকরণ করা হয় দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে। আগামী সোমবার প্রয়াত এই প্রাক্তন বায়ুসেনা আধিকারিকের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে। কিন্তু তার আগেই পানাগড়ে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হচ্ছে অর্জন সিং-কে।

দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেলারে পাথর বোঝাই লরির ধাক্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ শনিবার ভোর রাতে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেলারে ধাক্কা মারে একটি পাথর বোঝাই লরি। ঘটনায় তেলের ট্যাঙ্কার ফেটে আগুন লেগে যায় ট্রাকটিতে। মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পরে আগুন। ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের রাণিগঞ্জের ২নং জাতীয় সড়কে, পাঞ্জাবিমোড় এলাকায়। ২নং জাতীয় সড়কের উপরে একটি ট্রেলার দাঁড়িয়ে ছিল। শনিবার ভোরের রদিকে অন্য একটি ট্রাক এসে ট্রেলারে ধাক্কা মারলে ট্রাকের তেলের ট্যাঙ্কটি ফেটে যায়। আগুন লেগে যায় ট্রাকটিতে। মুহুর্তের মধ্যে আগুনের তীব্রতা বেড়ে যায় বহুগুণ। খবর দেওয়া হয় রাণীগঞ্জ থানার পুলিশ ও দমকলে। ঘটনাস্থলে চলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। ঘটনায় জাতীয় সড়কে যানযটের সৃষ্টি হয়। পুলিশ গিয়ে যানজট সরিয়ে যানচলাচল স্বাভাবিক করে। স্থানীয় এক বাসিনদা মনদিপ সিং বলেন, ট্রেলারটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। পেছন থেকে ট্রাকটি এসে ধাক্কা মারে। তেলের ট্যাঙ্কটি ফেটে আগুন ধরে যায়।

কাঁকসায় অবৈধ বালিতোলায় আটক জেসিবি মেশিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ কাঁকসার বনকাটিতে চলছিল অবৈধভাবে বালি তোলা আর পাচার। জেসিবি মেশিন দিয়ে বালি তুলে বিকাল থেকে রাতের দিকে চলছে বালি পাচার প্রকাশ্যেই। বালি মাফিয়াদের এলাকায় সমান্তরাল প্রশাসন চালানোর অভিযোগ ওঠে। অভিযান চালাতে গিয়ে কাঁকসা ব্লক ভূমি আধিকারিক হেনস্থাও হন। আজ দুর্গাপুর মহকুমা শাসক বিকালের দিকে বালি পাচার হাতেনাতে ধরলেন কাঁকসার মলানদিঘিতে। আটটি বালির লরি ও ডাম্পার এবং দুটি ট্রাক্টর করে বালি পাচারের সময় ধরা পড়ে যায় দুর্গাপুর মহকুমা শাসক শঙ্খ সাঁতরার হাতে। দুর্গাপুর মহকুমা শাসক শঙ্খ সাঁতরা বলেন, বালি পাচারের সময় আটক করা হয়েছে চারটি লরি এবং দুটি ট্রাক্টর। একটি জেসিবি মেশিন আটক করা হয়েছে বলে জানান মহকুমা শাসক। মলনাদিঘিতে বালি পাচারের সময় কাগজপত্র পরীক্ষা করার সময় ধরা পরে এই অবৈধ বালি পাচার। দুর্গাপুর মহকুমা শাসক বলেন, এদের বিরুদ্ধে দুটি করে কেশ দেওয়া হবে। একটি অবৈধভাবে বালি পাচার এবং অন্যটি ওভার লোডেড বালি বহনের বলে জানান মহকুমা শাসক।

রাস্তা জুড়ে ব্যবসা, দখলমুক্ত করতে উদ্যোগী প্রশাসন

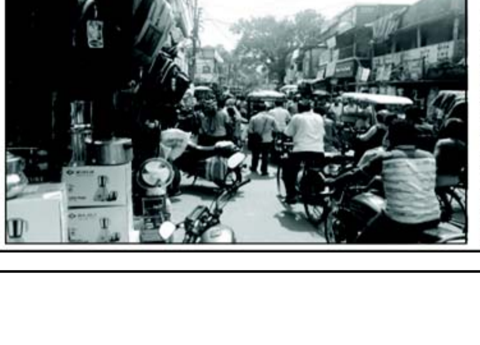

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ এতদিন পর্যন্ত কাঁকসা থানা এলাকার স্টেশন রোড এবং পানাগড় বাজারের জাতীয় সড়কের দুইপাশ দখল করে ফুটপাত ব্যবসায়ীরা বিনা বাধায় ব্যবসা করছিলো। এই ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করবার কারণে নিত্য দুর্ঘটনার কবলে পড়ছিলেন এবং ব্যাপক যানজট-এর ফলে সাধারণ মানুষের প্রচুর অভিযোগ ছিল প্রশাসনের বিরুদ্ধে। পুজোর আগেই পানাগড়ের স্টেশন রোড ও পানাগড় বাজারের জাতীয় সড়কের দুই ধারের ফুটপাত দখলমুক্ত করতে উদ্যোগী হল কাঁকসা থানার পুলিশ। আজ সকাল থেকেই মাইকে প্রচারে নামে কাঁকসা থানার পুলিশকর্মীরা। মুলত পানাগড়ের স্টেশন রোড দিনের পর দিন ক্রমশ ছোট হতে থাকে একেই দোকানদাররা ক্রমশ রাস্তার উপরে উঠে এসে ব্যবসা করতে থাকে, তার সাথে টোটো, মোটরসাইকেল, সাইকেল স্ট্যাণ্ড করার ফলে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে সমস্যায় পড়ে সাধারণ মানুষ। তার উপর যদি বাস বা বড় গাড়ি ঢুকে গেলে রক্ষা নেই। ঘন্টা খানেকের জন্য স্তব্ধ হয়ে পড়ে গোটা স্টেশন রোড। এই রোডের উপর দিয়েই পানাগড় সেনাছাউনি যাবার রাস্তা, আবার বর্ধমান বা দুর্গাপুর যাবার জন্য ট্রেন ধরার জন্য কিংবা স্টেশনে যেতে গেলে ধরতে হয় এই রাস্তা। আর যদি যানজট হয় তাহলে তো সময়ে ট্রেন ধরা হয়েই গেলো। একই সাথে পানাগড় বাজারে পায়ে হাঁটা রাস্তার উপরেই বসেছে দোকান, একইভাবে সাইকেল, মোটরসাইকেল দাঁড়িয়ে থাকে।

ফলে মানুষকে যাতায়াত করতে হয় জাতীয় সড়ক ধরেই। এর ফলে যে কোনো সময়েই ঘটতে পারে বড়ো দুর্ঘটনা। তাই দুর্ঘটনা এড়াতে এবং পুজোর সময় যাতে সাধারণ মানুষ নিরাপদে প্রতিমা দর্শনে বেরোতে পারে তার জন্যই উদ্যোগ কাঁকসা থানার। কাঁকসা থানার পুলিশের এই ভূমিকাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার মানুষ।

এম. এ. গণি হাসপাতাল

কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি

দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।

বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222